



## 89966 - আল্লাহ্ চারটি জনিসিকে তাঁর নিজ হাতে সৃষ্টি করছেন

### প্রশ্ন

আল্লাহ্ তাআলা আদম (রাঃ) কে তাঁর নিজ হাতে সৃষ্টি করছেন এবং তার মাঝে নিজ রুহ থেকে ফুঁকে দিয়েছেন। আল্লাহ্ তাআলা অবশিষ্ট মাখুলক যমেন ফরেশেতা, জ্বনি ও অন্যান্য সৃষ্টিকেও কি নিজ হাতে সৃষ্টি করছেন? তিনি এসব সৃষ্টিকুলের মধ্যও কি নিজ রুহ থেকে ফুঁকে দিয়েছেন? নাকি এটা অন্যসব সৃষ্টি ব্যতীত আদম (আঃ) এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও একক মর্যাদা? আল্লাহ্ আপনাদেরকে উত্তম প্রতদিন দিন।

### প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

আল্লাহ্ তাআলা আদম (আঃ) কে খাসভাবে নিজহাতে সৃষ্টি করছেন যমেনটি তিনি জানিয়েছেন। আদম (আঃ) ছাড়া অন্য কোন জীবকে তিনি নিজ হাতে সৃষ্টি করেননি। আল্লাহ্ তাআলা বলেন: "তিনি বলেন: হে ইবলীস! আমি স্বহস্তে যাকে সৃষ্টি করছি, তাকে সজেদা করতে কসি তওমাকে বাধা দলি? তুমি অহংকার করলে; নাকি আগে থেকেই তুমি অহংকারী ছলি?" [সূরা সা'দ, আয়াত: ৭৫]

শাফায়াতের হাদিসে এসছে: "আমি কয়ামতের দিন সমগ্র মানব জাতির সরদার হব। তোমরা কি জান; আল্লাহ কভাবে একই সমতলে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল মানুষকে একত্রিত করবেন? যনে একজন দর্শক তাদরে সবাইকে দেখতে পায় এবং একজন আহ্বানকারীর আহ্বান সবার নিকট পৌঁছায়। সূর্য তাদরে অতি নিকটে এসে যাবে। তখন কোন কোন মানুষ বলবে: তোমরা কি দেখেছ না, তোমরা কী অবস্থায় আছ এবং কী পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছ। তোমরা কি এমন ব্যক্তিকে খুঁজে বের করবে না, যনি তোমাদের জন্য তোমাদের রবের নিকট সুপারিশ করবেন? তখন কছু লোক বলবে: তোমাদের আদি পিতা আদম (আঃ) আছেন। তখন সকলে তাঁর নিকট যাবে এবং বলবে: হে আদম! আপনি সমস্ত মানব জাতির পিতা। আল্লাহ্ আপনাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করছেন এবং তাঁর রুহ থেকে আপনার মধ্য ফুঁকে দিয়েছেন। তিনি ফরেশেতাদেরকে নির্দশে দিয়ে তার সকলে আপনাকে সজিদা করছে। তিনি আপনাকে জান্নাতে বসবাস করতে দিয়েছেন। আপনি কি আমাদের জন্য আপনার রবের নিকট সুপারিশ করবেন না? আপনি কি দেখেছেন না, আমরা কী অবস্থায় আছি এবং কী কষ্টের সম্মুখীন হয়েছি। তখন তিনি বলবেন: আমার রব আজ এমন রাগান্বিত হয়েছেন এর পূর্বে এমন রাগান্বিত হননি; আর পরেও এমন রাগান্বিত হবেন না।



তিনি আমাকে বৃক্ষটি হতে নষিধে করছিলেন। কিন্তু আমি তাঁর অবাধ্য হয়েছি। আমার আত্মা, আমার আত্মা। তোমরা অন্য কারো কাছে যাও। তোমরা নূহের কাছে যাও।..."[সহি বুখারী (৩৩৪০) ও সহি মুসলিম (১৯৪)]

ইমাম দারমী (রহঃ) বলেন: "আল্লাহ নজি হাত দিয়ে স্পর্শ করে আদমকে সৃষ্টি করছেন। তিনি ছাড়া অন্য কোন জীবকে তাঁর হস্তদ্বয় দিয়ে সৃষ্টি করেননি। এ কারণে আদম (আঃ) কে বিশেষিত করছেন, মর্যাদা দিয়েছেন এবং এটাকে উল্লেখ করে আদমকে সম্মানিত করছেন।"[নাকযুদ দারমি আলাল মরিরসি, পৃষ্ঠা-৬৪]

দারমী, লালাকায়ি ও আজুররি এবং অন্যান্য আলমে সহি সনদে ইবনে উমর (রাঃ) থেকে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি বলেন: "আল্লাহ চারটি জনিসিকে নজি হাতে সৃষ্টি করছেন: আরশ, কলম, আদন (জান্নাত) ও আদম (আঃ)। এরপর অন্যসব সৃষ্টিকে লক্ষ্য করলে বলেন: হও; তখন তারা হয়ে যায়।"

দারমী হাসান সনদে কনিদা গোত্রের মাওলা সালহে এর পতি মায়সারা নামক তাবয়ী থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: "নশিচয় আল্লাহ তিনি ছাড়া তার অন্য কোন সৃষ্টিকে স্পর্শ করেননি: তিনি আদমকে নজি হাতে সৃষ্টি করছেন। তাওরাত নজি হাতে লিখেছেন। জান্নাতে আদন নজি হাতে লাগিয়েছেন।[নাকযুদ দারমী, পৃষ্ঠা-৯৯] উক্ত গ্রন্থের মুহাক্ককি শাইখ মানসুর আসসামরা ভূমিকাতে বলেন: "তিনি ছাড়াও অন্যান্য তাবয়ীগণ থেকে যমেন- হাকীম বনি জাবরে ও মুহাম্মদ বনি কাব আল-কুরাযি থেকে সহি সনদে এমন বর্ণনা আছে। আমি এ গ্রন্থের যে স্থানে আলগোচ্য উক্তটি রিয়েছে সেখানে টীকাত সগেলো উল্লেখ করেছি।"

এই হল চারটি জনিসি যগুলোক আল্লাহ নজি হাতে সৃষ্টি করছেন: আরশ, কলম, আদন জান্নাত ও আদম (আঃ)। আর অবশিষ্ট সকল সৃষ্টি "কুন" শব্দ দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে।

দুই:

আর রুহ: আল্লাহ তাআলা আদম এবং আদমের সকল সন্তানকে মাঝে রুহ ফুঁকে দিয়েছেন। এটি আল্লাহর সৃষ্টিকৃত 'রুহ'। এ রুহকে আল্লাহর দিকে সম্বন্ধিত করা হয়েছে সম্মান ও মর্যাদাসূচক হিসেবে। যমেনটি আল্লাহ আদমের ব্যাপারে বলেছেন: "অতঃপর যখন তাকে পরপূরণ আকৃতি দান করব এবং তার মধ্যে আমার রুহ থেকে ফুঁকে দেবে, তখন তোমরা তাকে সজেদা করবে।"[সূরা হজির, আয়াত: ২৯]

আল্লাহ তাআলা ঈসা (আঃ) এর ব্যাপারে বলেন: "মরয়িম-তনয় ঈসা মসীহ কেবল আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর বাণী; যা তিনি মরয়িমের কাছে পাঠিয়েছিলেন ও তাঁর পক্ষ থেকে রুহ।"[সূরা নসি, আয়াত: ১৭১]

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।